পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহ্‌মদী

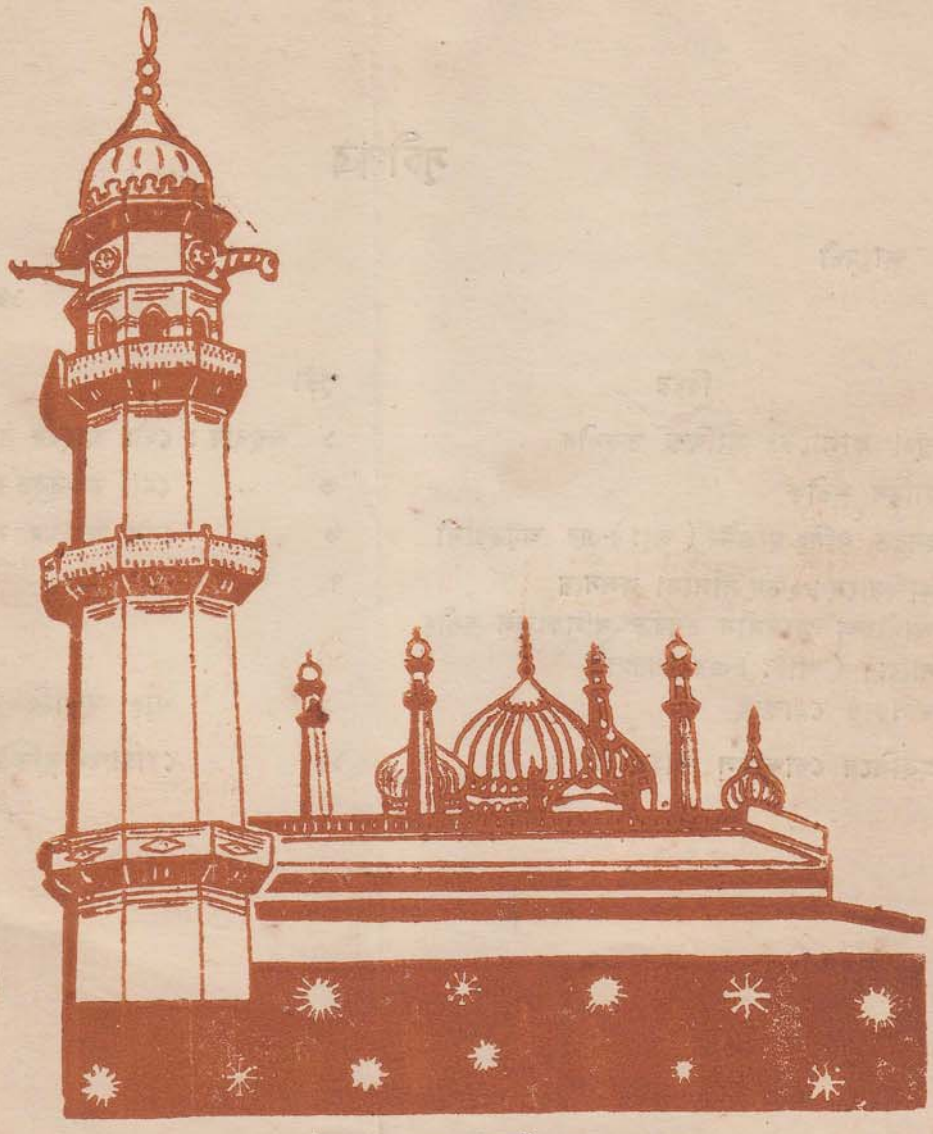

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ২৭শ বর্ষ : ১৬শ সংখ্যা

৩০শে পৌষ, ১৩৮০ বাংলা : ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৭৪, ইং : ২০শে যিলহজ্জ, ১৩৯৩ হিজরী কামরী :

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ও ভারত : ১০·০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ১ পাউণ্ড

সূচীপত্র

আহ্‌মদী

২৭শ বর্ষ
১৬শ সংখ্যা

বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
সুরা ফালাকের সংক্ষিপ্ত তফসীর	১	অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ
হাদিস শরীফ	৩	,, মোঃ মাহবুবুর রহমান
হযরত মসিহ্ মাওউদ (আঃ)-এর অমৃতবানী	৬	,, মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ
কাদিয়ানে ৮২তম সালানা জলসায়	৭	,, ,, ,, ,,
আমীরুল মুমেনীন হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ)-এর পয়গাম		
খলিফার মোকাম	৯	শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান
মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া	১২	মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلي على رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্য্যায়ের ২৭শ বর্ষ : ১৬শ সংখ্যা :
৩০শে পৌষ, ১৩৮০বাং : ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৭৪ইং : ১৫ই সুলাহ্, ১৩৫৩ হিজরী শামসী :

সুরা ফালাক

॥ সংক্ষিপ্ত তফসির ॥

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) প্রণীত তফসীরে কবীর অবলম্বনে
অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

পূর্ব প্রকাশিতের পর—৭

العقد (উকাদ)-এর অর্থ খলিফাগণের অথবা শাসনকর্তাগণের নিকট বয়েত বা অঙ্গীকার করা বুঝায় এবং نفث فى العقد (নফ্‌স ফিলউকাদ) একটি প্রবাদ, যাহার অর্থ হয় সম্পর্ক ছিন্ন করানো। আলোচ্য আয়াত এই ইঙ্গিত বহন করে যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) এর এন্তেকালের পর (সুরা নসরে প্রদত্ত ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী) ইসলামের প্রথম বিজয় কালে মোসলমানগণ (খলিফাদের হাতে) বিপুল উন্নতি লাভ করিবে, কিন্তু উহার সঙ্গে এমন সময়ও আসিবে যখন কতক বদ-স্বভাব ব্যক্তি অন্যান্য মানুষের বয়েত—খলিফাগণের

সহিত তাহাদের সম্পর্ক ছিন্ন করাইবে, খলিফাদের সম্বন্ধে তাহাদের অন্তরে মন্দ ধারনার সৃষ্টি করাইবে। এজন্য মোমেন মোত্তাকীদিগের কর্ত্তব্য, সেই অবস্থায় উহা ইসলামের প্রথম বিজয় কালেই হউক, অথবা উহার দ্বিতীয় বিজয় কালে (ইমাম মাহ্দী আঃ-এর যুগে প্রতিষ্ঠিত খেলাফত কালে) হউক, উল্লিখিত অকল্যাণ ও ফেৎনা হইতে বাঁচিবার জন্য দোয়া করা।

পূর্বের আয়াতগুলিতে মোসলমানদিগকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল যে, তৌহিদের বাণী প্রচার কর, যদিও বিরোধিতার অন্ধকার বিস্তার লাভ করে। এই আয়াতে বলা হইয়াছে যে, যখন মোসলমানগণ তদনুযায়ী কাজ করিবে, তখন কতক লোক তাহাদের বন্ধু হইবে। কিন্তু কতক লোক সেই বন্ধুদের মনে মোসলমানদের বিরুদ্ধে সন্দেহ ও ঘৃনা সৃষ্টি করাইবারও চেষ্টা করিবে। সুতরাং সেই অবস্থায় মোমেনের কর্ত্তব্য, এই ঘোষনা করিয়া দেওয়া যে, আমি বন্ধুদের অন্তরে প্ররোচনা সৃষ্টিকারীদের অকল্যাণ হইতে আল্লহতায়ালার পানাহ্ চাই।

পূর্ববর্ত্তী দুই আয়াতের মধ্যে সৃষ্টি ও প্রকৃতিগত দুর্বলতা এবং অসময়ের মৃত্যুর অকল্যাণ হইতে পানাহ্ চাওয়া শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। আলোচ্য আয়াতে অনিষ্টের তৃতীয় দিক অর্থাৎ জীবনে জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্ত্তী কালে বাধা সৃষ্টিকারী বিষয়াদি এবং সেই ব্যক্তিদের অনিষ্ট হইতে পানাহ্ চাওয়া শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, যাহারা খোদাতায়ালা অথবা তাঁহার খলিফাগণ হইতে বিচ্ছিন্ন ও সম্পর্কচ্যুত হওয়ার কারণ হইয়া থাকে।

২নং আয়াতে কামালিয়ত (পরিপূর্ণতা) লাভের জন্য দোয়া শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল এবং ৩নং আয়াতে উন্নতির পর অবনতি যেন না আসে, তার জন্য দোয়া শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। যখন মানুষ অবনতি ও দুর্দশাগ্রস্ত হয়, তখন এক শ্রেণীর লোক তাহাকে আরও লাঞ্ছিত করার চেষ্টায় মাতিয়া উঠে। আলোচ্য আয়াতে সেই শ্রেণীর লোকের অকল্যাণ হইতে আল্লাহতায়ালার পানাহ্ চাওয়ার দোয়া শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

نفث (নাফাসা)-এর এক অর্থ লিখনও হইয়া থাকে। সেই অনুযায়ী نفاثات (নাফ্ফাসাত) এর এক অর্থ লেখক বর্গ বা লিখনী কেন্দ্র সমূহ হইবে। এই অর্থ অনুযায়ী এই আয়াত এই ইঙ্গিত বহন করে যে, আখেরী জমানায় অত্যন্ত বিপুল ভাবে খোদা ও রসুলের বিরুদ্ধে প্রকাশনা ও প্রচারণার কাজ চালান হইবে। সেই ফেৎনা হইতে বাঁচিবার জন্য এই দোয়া শিখান হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

হাদিস শরীফ

আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁহার নৈকট্য লাভের প্রচেষ্টা
এবং
আল্লাহতায়ালার পথে সংগ্রাম

(১)

হযরত আয়শা সিদ্দিকা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আঁ-হযরত (সাঃ) রাত্রে শয্যা ত্যাগ করিয়া নামাজ পড়িতেন এবং এত অধিক সময় দাড়াইয়া থাকিতেন যে, তাঁহার পা ফুলিয়া গিয়া ফাটিয়া যাইত। একবার আমি তাঁহাকে নিবেদন করিলাম যে, হে আল্লাহর রছুল! আপনি কেনো এতো কষ্ট করিতেছেন, আল্লাহ্ যখন আপনার অগ্র-পশ্চাতের সমস্ত গুণাহ্ মোচন করিয়াছেন। তিনি বলিলেন যে, আমি কি ইহার প্রত্যাশী হইব না যে, আপন প্রভুর এই অনুগ্রহ ও করুণার জন্য শুকুর গুজার বান্দা হই। (বোখারী)।

(২)

হযরত রাবীয়া (রাঃ) যিনি হুজুর (সাঃ) এর খাদেম ছিলেন, তিনি বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাতে আমি আঁ-হযরত (সাঃ) এর খেদমতের জন্য তাঁহার ঘরেই শুইয়া থাকিতাম। রাতে উঠিয়া হুজুর (সাঃ) এর জন্য পানি নিয়া আসিতাম এবং অন্যান্য কাজ-কর্ম করিতাম। একদিন তিনি ফর্মাইলেন, আমার কাছে তোমার কিছু চাওয়ার থাকিলে চাও, আমি বলিলাম, আমি এই দোওয়ার জন্য আপনার কাছে দরখাস্ত করিতেছি যে, বেহেস্তের মধ্যেও আপনার সঙ্গে থাকার সৌভাগ্য লাভ হয়। হুজুর ফর্মাইলেন, ইহা ছাড়াও আরো কিছু তোমার চাওয়ার আছে কি? আমি বলিলাম শুধু ইহাই যথেষ্ট। অতঃপর তিনি বলিলেন, আমি দোওয়া করিব কিন্তু অধিক ছিজদা ও নামাজ দ্বারা তুমিও উক্ত বিষয়ে আমার সাহায্য কর।

(মুশ্লিম)

(৩)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিতেছেন যে, আঁ-হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন, স্বাস্থ্যবান শক্তিশালী মোমিন দুর্বল মোমিন হইতে উত্তম এবং আল্লাহতায়ালার কাছে অধিক প্রিয়। প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে কল্যান ও অকল্যান আছে, যে বস্তু কল্যানজনক তার প্রতি সদা উৎসুক থাক। আল্লাহতায়ালার কাছে সাহায্য চাও, অক্ষম ও হতাস হইয়া বসিয়া থাকিও না এবং যদি তোমার কোন কষ্ট বা ক্ষতি হয়, তাহা হইলে তুমি

ইহা বলিওনা যে যদি আমি এইরূপ করিয়া লইতাম, তাহা হইলে এই হইত, বরং তুমি এই বল যে আমি চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছা এই ছিল। আল্লাহ্‌-তায়ালা যা চান, তাই করেন। আক্ষেপ ও আফছোছ করা এবং হতাশা প্রকাশ করা শয়তানের প্ররোচনা গ্রহণ করার লক্ষন।

(মুস্লিম)।

(৪)

হযরত আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিতেছেন যে আঁ-হযরত (সাঃ) তাঁহার প্রভুর পক্ষ হইতে হাদিসে কুদসী স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন যে, যখন বান্দা এক বিঘত আমার দিকে অগ্রসর হয়, তখন আমি একহাত তার দিকে অগ্রসর হই। যখন সে এক হাত আমার দিকে আসে, তখন আমি দুই হাত তাহার দিকে অগ্রসর হই এবং সে যখন আমার দিকে হাটিয়া আসে, তখন আমি তাহার দিকে দৌড়াইয়াযাই। (মুস্লিম)।

(৫)

হযরত আবু জার (রাঃ) বলেন যে, একবার আঁ-হযরত (সাঃ) বলিয়াছিলেন, আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন যে, কেহ পুণ্য কাজ করিলে, তার দশগুণ বরং তার বেশী পুণ্য আমি দিয়া থাকি এবং সে যদি পাপ কাজ করে, তাহা হইলে পাপের সমান শাস্তী দিয়া থাকি কিংবা ক্ষমা ও করিয়া দেই।

যে ব্যক্তি এক বিঘত সমান আমার নিকট অগ্রসর হইবে, আমি তার কাছে এক গজ অগ্রসর হইব এবং যে ব্যক্তি আমার নিকট এক হাত অগ্রসর হইবে আমি তার নিকট দুই বাহু অগ্রসর হইব। যে ব্যক্তি আমার দিকে হাটিয়া আসে, আমি তার কাছে দৌড়াইয়া আসি। যদি কেহ জগৎ সমান পাপ লইয়া আমার কাছে উপস্থিত হয়, ইহা এই শর্ত্তের উপর যে, সে যদি শের্ক না করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমি তাহার সহিত ততোধিক ক্ষমা প্রদর্শণ করিব এবং তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিব। (মুস্লিম)।

(৬)

হযরত ইব্‌নে আব্বাছ বর্ণনা করেন যে, আমি একবার আঁ-হযরত (সাঃ)-এর আরোহীর পিছনে বসিয়া ছিলাম, তখন তিনি ফর্ম্মাইয়াছিলেন যে, হে প্রিয় বৎস! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখাইতেছি। প্রথম এই যে তুমি আল্লাহ্‌তায়ালাকে স্মরণ কর:—আল্লাহ্‌-তায়ালা তোমায় স্মরণ রাখিবেন। তুমি আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি অন্তর্দৃষ্টি রাখ--তুমি তাঁহাকে নিজের সঙ্গে পাইবে। যদি কোন বস্তুর প্রয়োজন হইয়া পরে, তাহা আল্লাহ্‌র কাছে চাও। যদি সাহায্যের প্রয়োজন হয়—তবে আল্লাহ্‌তায়ালার কাছে সাহায্য কামনা কর এবং জানিয়া রাখ যে, পৃথিবীর সমগ্র মানুষ একত্র হইয়া যদি তোমার উপকার করিতে চায়, তবে কখনও তাহারা তোমার উপকার সাধন করিতে পারিবে না, যতক্ষণ না আল্লাহ্‌-তায়ালা তোমার জন্য ইচ্ছা করেন ও তোমার ভাগ্যে উপকার লিখিয়া দেন। আর যদি

তাহারা তোমার ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করে, তবে তাহারা কখনই তোমার ক্ষতিসাধন করিতে পারিবে না, যতক্ষণ না আল্লাহ্‌তায়ালা তোমার ভাগ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া লেখিয়া না দেন। কলম উঠায়া রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে, "ভাগ্য-লিপি শুষ্ক হইয়াছে।

আর এক রওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হুজুর ফর্মাইয়াছেন, আল্লাহ্‌তায়ালার উপর লক্ষ রাখ, তাহা হইলে তুমি তাঁহাকে নিকটে পাইবে। তুমি আল্লাহ্‌তায়ালাকে তোমার সাচ্ছন্দের সময়ে চিনিয়া লও, তাহা হইলে আল্লাহ্‌তায়ালাও তোমার অভাবের সময় তোমাকে চিনিবেন এবং জানিয়া রাখ, যাহা হইতে তুমি বঞ্চিত হইয়াছ, উহা তোমা হইতে বিচ্যুত হইয়াছে, উহা তোমার ভাগ্যে ছিল না। তেমনি ভাবে যাহা তোমার ভাগ্যে আছে, তাহা তুমি না পাইয়া থাকিতে পার না— কেননা তকদিরের লেখা যে ইহাই ছিল। জানিয়া রাখ যে, (আল্লাহ্‌তায়ালার) সাহায্য ও ধৈর্য্যের মাধ্যমে আসিয়া থাকে, এবং আনন্দ উদ্বেগের সহিত সংযুক্ত এবং প্রত্যেক অভাব অনটনের পর সহজ স্থুলভের দিন আসিয়া থাকে।

(তিরমিযি)

(হাদীকাতুল সালেহীন পুস্তক হইতে)

অনুবাদঃ মোঃ মাহবুবুর রহমান

অমৃত বাণীর অবশিষ্টাংশ

(৬-এর পৃঃ পর)

হযরত আবু বকর (রাঃ) আঁ-হযরত (সাঃ আ,)-কে গ্রহণ করিয়া যদি মক্কার প্রাধান্যতা বিসর্জন দিরয়াছিলেন, তবে আল্লাহ্‌-তায়ালাও (উহার বিনিময়ে) তাঁহাকে এক জগতের বাদশাহী প্রদান করেন। তেমনিভাবে হযরত উমর (রাঃ)ও যখন কম্বল পরিধান করিলেন (—সংসার ত্যাগি হইলেন) এবং তিনি

هر چہ بادا باد ما کشتی در آب انداختیم –

—'তরীকে নদীর বুকে ভাসাইয়া দিয়াছি, এখন যাহা হওয়ার হইবে'—এই প্রবাদ বাক্যের প্রতিমুর্ত্তী হইয়া হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে কবুল করিলেন। তখন আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার ত্যাগের পুরস্কারের কোন অংশও কি অবশিষ্ট রাখিয়া দিয়াছিলেন। নয়, কখনও নয়। যে ব্যক্তিই আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য সামান্যতম পরিশ্রমও করে, সে মৃত্যু বরণ করে না, যতক্ষন পর্যন্ত না সে পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। পরিশ্রম ও ত্যাগ শর্ত্ত বিশেষ। এক হাদিসে আসিয়াছে, যদি কেহ আল্লাহ্‌র দিকে সামান্য গতিতেও অগ্রসর হয়, আল্লহ্‌তায়ালা তাহার দিকে দৌড়াইয়া আসেন।

ঈমান হইল এই যে, কিছু কিছু প্রচ্ছন্ন থাকিতে গ্রহণ করা। যে ব্যক্তি প্রথম রাত্রির চন্দ্রকে দেখিয়া লয়, তাহাকেই সূক্ষ্ম-দর্শী বলা হয়। কিন্তু পূর্নিমার চাঁন্দ দেখিয়া চিৎকারকারী ব্যক্তিকে উন্মাদ বলা হইবে।

[১৭ই জানুয়ারী ১৯০৩ সনে জেহ্‌লম কোর্টের প্রাঙ্গনে প্রদত্ত বক্তৃতার একাংশ, মলফুজাত, ৫ম খণ্ড, পৃ—২৬]

অনুবাদঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

হযরত মসিহ মাওউদ আঃ-এর

অমৃত বানী

আধ্যাত্মিক সংগ্রামের যুগ

ইহাও আধ্যাত্মিক সংগ্রামের যুগ। শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। শয়তান তার সমগ্র অস্ত্র-শস্ত্র এবং কলা-কৌশল লইয়া ইসলামের কিল্লার উপরে আক্রমন চালাইয়া যাইতেছে এবং সে চায় যে ইসলামকে পর্য্যুদস্ত করুক। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এই মূহুর্ত্তে শয়তানের এই শেষ যুদ্ধের সন্ধিক্ষনে তার সমগ্র প্রচেষ্টাকে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে এই (আহমদীয়া) সেলসেলাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। মোবারক সেই ব্যক্তি, যে ইহার সহিত সুপরিচিত হয়। মাত্র অল্প সময় রহিয়া গিয়াছে; এখনও সাওয়াব লাভ হইবে। কিন্তু সেই সময় অতি সন্নিকট, যখন আল্লাহতায়ালা এই সেলসেলার সত্যতাকে উজ্জল রবিকর হইতেও উজ্জলতর করিয়া দেখাইবেন। সেই সময় এরূপ হইবে যে ঈমান আনা সওয়াবের কারণ হইবেনা এবং তৌবার দরজা বন্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।

এখন যে ব্যক্তি আমাকে গ্রহণ করে তাহাকে প্রকৃতপক্ষে নিজ নফস (প্রবৃত্তি ও বাসনা-কামনার) বিরুদ্ধে এক বিরাট সংগ্রাম করিতে হয়। সে দেখিতে পাইবে যে, কখনও তাহাকে আপন আত্মীয় স্বজন হইতে পৃথক হইতে হইবে, তাহার সাংসারিক কাজকর্মে বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা চলিবে, তাহাকে গাল-মন্দ শুনিতে হইবে, লাঞ্ছনা-গঞ্জনার সম্মুখীন হইবে। কিন্তু এই সকল কিছুরই পুরস্কার আল্লাহতায়ালার নিকট হইতে সে প্রাপ্ত হইবে।

কিন্তু যখন (সেই প্রতিশ্রুত) অপর সময়টি আসিয়া যাইবে, যখন প্রবলভাবে জগৎ আকৃষ্ট হইয়া ধাবিত হইবে, যেমন একটি উচ্চ পাহাড়ের উপর হইতে জল নীচে পতিত হয়, এবং যখন কোন অস্বীকারকারীই দৃষ্টি হইবে না, তখন মানিয়া লওয়া কোন স্তরে পড়িবে! সেই সময়ে গ্রহণ করা কোন বীরত্বের কাজ নয়। সওয়াব ও পুরস্কার সর্বদা দুঃখ-কষ্টের সময়েই লাভ হয়। (৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

আমীরুল মোমেনীন হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর

কাদিয়ানের ৮২তম সালানা জলসায় প্রেরিত পয়গাম

আহ্‌বাবে কেরাম—

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাদের সকলের জন্য এই সালানা জলসা বাবরকত করুন এবং আপন অফুরন্ত ফজল ও রহমতের বাহকরূপে সম্পন্ন করুন, আমিন।

আমাদের এ বিষয়টি স্মরণ রাখা উচিৎ যে, শয়তানের সহিত শেষ যুদ্ধ, যাহার সূত্রপাত সইয়েদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ আঃ) -এর জীবদ্দশায় হইয়াছিল, উহার আখেরী লড়াই এখন চলিতেছে। ইসলামের উপর শয়তানী অন্ধকার রাশীর চরম ভয়াবহ আক্রমণ ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) কর্তৃক প্রতিহত হইয়াছে এবং এখন তাগুতী (সীমা লঙ্ঘনকারী খোদাদ্রোহী) শক্তিগুলি একজোট হইয়া ইসলামের আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা অভিযানকে বাধা দেওয়ার জন্য চরম চালাইতেছে। সময়ের চাহিদা এই যে, জামাতে আহমদীয়া, যাহারা এই তাগুতী (খোদাদ্রোহী) শক্তিগুলির মোকাবেলায় সংঘবদ্ধ হইয়া তৎপর রহিয়াছে, তাহাদের কোন অংশেও দুর্বলতার কোন আভাস যেন পরিলক্ষিত না হয়। দুশমন কখনও (সেনাবাহিনীর) দক্ষিণ অংশে, কখনও বাম অংশে যেখানেই সে দুর্বলতা লক্ষ্য করে সেখানেই আঘাত হানিয়া বসে।

ইহার ফলে কোন কোন সময় বিজয় পরাজয়ে পর্যবসিত হইয়া যায় আমরা যেন জামাতের কোন অংশকেও, উহা পুরুষদের মধ্যেই হউক, অথবা স্ত্রীলোকদের মধ্যেই হউক, নাসেরাতের মধ্যেই হউক বা খোদ্দামের মধ্যেই হউক, কোথাও কোন দুর্বলতা প্রকাশ সহ্য করিতে না পারি। জামাতের প্রত্যেক ব্যক্তি, যে তাহার খোদার উপর তওয়াক্কুল করিয়া ইস্পাতকঠিন সংকল্পের সহিত এখন তাগুতী (খোদাদ্রোহী) শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সর্ব-প্রথম কাতারে সংগ্রামরত রহিয়াছে, তাহাকে রুহানী অস্ত্রসম্ভারে সজ্জিত হইয়া দীর্ঘকাল পর্যন্ত দুশমনের মোকাবেলা করিয়া দুষমনকে পরাস্ত ও পর্যুদস্ত করিতে হইবে। এজন্য আমরা জামাতের কোন অংশকেও আধ্যাত্মিক ভাবে দুর্বল, ক্ষীন অথবা পক্ষাঘাতগ্রস্ত, অকেজো অবস্থায় দেখিতে চাই

না। সুতরাং কোরআনী জ্যোতি ও তত্ত্বজ্ঞানে (আনওয়ার ও মায়ারেফ) সমৃদ্ধ হইয়া এবং কোরআন-মজিদের ছাঁচে নিজেদের জীবন ঢালিয়া নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে ইসলামের রঙে রঙীন করিয়া তাগুতী (খোদাদ্রোহী) শক্তি সমূহের মোকাবেলায় সর্বদা প্রস্তুত ও তৎপর থাকুন এবং এই পথে মাল, জান ও ইজ্জত তথা সকল কিছুর কোরবানী পেশ করিয়া শয়তানের সংগে আপোষহীন সংগ্রাম জারি রাখুন, এমনকি সমগ্র জগতের প্রতিটি মানুষ যেন ইসলামের শিক্ষার ছাঁচে নিজ জীবনকে ঢালিয়া এক ও অদ্বিতীয় খোদা-তায়ালার সমীপে মাথা নত করিয়া দেয় এবং তাঁহার বান্দায় পরিণত হয়। সময়ের চাহিদার অপরিসীম গুরুত্ব অনুধাবন করিয়া আপনাদের সকল প্রকার দুর্বলতা, শিথিলতা ও গাফলতিকে পরিত্যাগ করুন। কোরআন-মজিদ শিখুন এবং অন্যদেরকে শিখান, নিজে পড়ুন ও অন্যদেরকে পড়ান এবং তদনুযায়ী নিজেদের জীবনকে গড়িয়া তুলুন। সর্ব প্রকার কুরবানী পেশের মাধ্যমে খোদাতায়ালার নিকট সকরুণ ও সবিনয় দোয়া দ্বারা তাগুতী (খোদাদ্রোহী) শক্তিগুলির মোকাবেলা জারী রাখুন, যেন শয়তান তাহার সৈন্য-সামন্ত সহ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করে, যেন সত্যের পূর্ণ ও আখেরী বিজয় দৃশ্য জগত অবলোকন করে এবং আপন রবের প্রতি অনুরক্ত হয়, সন্তুষ্ট হয়।

অনুবাদ : মৌলবী আহমদ সাদেক মাহদ

★

হুজুরের তিনটি তাজা নির্দ্দেশ

বিগত ডিসেম্বরের প্রথম দিকে এক জুমার খোৎবার মাধ্যমে হুজুর আকদাস জামাতের প্রতি নিম্নলিখিত তিনটি নির্দ্দেশ দান করেন, যাহা নিজের কথায় অতি সংক্ষেপে পেশ করা গেল :—

১) বিশ্বব্যাপী কোরআন প্রকাশ ও প্রচারের একটি অভিনব পরিকল্পনা তিনি জামাতের সামনে সালানা জলসায় পেশ করিতে যাইতেছেন, উহার পূর্ণ সাফল্য এবং উহার পরিপ্রেক্ষিতে সকল প্রকার কর্ত্তব্য পালন ও কোরবানী পেশের মাধ্যমে সমগ্র জামাত যেন উহাকে বরণ করিতে সক্ষম হয় তাহার জন্য বিশেষভাবে দোয়া করিতে থাকা (বিশেষভাবে ৩১শে ডিসেম্বরের ১৯৭৩ পর্যন্ত প্রত্যেক দিন বেতের নামাজের পূর্বে দুই রেকাত নফল নামাজ আদায় করিয়া)।

২) সকলে যেন সদা প্রফুল্ল থাকেন।

৩) পরস্পর সালামের আদান-প্রদানকে অধিকতর বিস্তার দেওয়া।

খলিফার মোকাম

—শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান

খলিফা অতি পার্থিব পদবী। খেলাফত অতি পার্থিব যোগ্যতা। খেলাফতের গুরুত্ব অপরিসীম। তাৎপর্য সুক্ষ্ম, সুদূর-প্রসারী। পর্যায় একাধিক। ইহার মাত্র একটি পর্যায়ের অনুধাবনে আমি সীমাবদ্ধ থাকবো। সে অনুধাবন যথাযথ না হলে আমি ক্ষমা প্রার্থী—হলে আলহামদুলিল্লাহ্।

আমার অনুধ্যেয় সেই পর্যায়—ইসলামের বর্তমান খেলাফত, খেলাফৎ আলামিনহাজেন নবুয়ত্—তার মোকাম। তার ব্যক্তি সত্বার মহান পদ-গৌরব তার Holy Highness। ইহার প্রবর্তনা নিষ্পন্ন হয়েছে আখেরী যামানার প্রতিশ্রুত মহামানব হযরত মসীহ বা মাহদী (আঃ)-এর শুভাবির্ভাবে। ইহা শান ও শওকতের সঙ্গে কেয়ামত তক জারী থাকবে—বিজয়ী থাকবে। শয়তানের সকল প্রতারণা এবার চুড়ান্ত ব্যর্থতায় নেস্তনাবুদ হবে। সে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হবে। ইহাই আল্লাহ্তায়ালার বহু ঘোষিত সিদ্ধান্ত।

নবুয়তের তরীকায় এই খেলাফৎ প্রবর্তিত হয়েছে তখন—যখন ইমান সুরাইয়া নক্ষত্রে উঠে গিয়েছিল। যখন বেইমানীর কলুষিত বন্যায় নিমগ্ন হয়েছিল পৃথিবী। তখন—আসমান থেকে সেই ইমান ভূতলে নামিয়ে এনেছেন মাহ্দী (আঃ)। এনে তার দীপ্ত দীপ শিখা জ্বালিয়ে তাকে চির অনির্বান ও জ্যোতির্ময় রাখার জন্য আপনার অর্জিত, বিম্বিত-নবুয়তের স্বচ্ছ চিমনীর আভরনে ঢেকে দিয়েছেন সেই পূত প্রদীপকে। সেই প্রদীপ রেখে গেছেন তিনি তাঁর প্রিয় খেলাফতের পূণ্যতাকে। আলোকিত হয়েছে তাকনিজে, এবং প্রতিফলিত করে চলেছে সে আলোক অহরহ সরল গতিপথে। সে প্রদীপ অনির্বাণ, তার দীপ্তি পবিত্র, ভাস্বর; তার কিরণ শুভ্র-নিরঞ্জন। তাতে যেমন মালিন্য নেই, তার চিমনীতে যেমন আবছা পড়েনা, তেমনি তার তাকেও কালিমা পড়েনা—সে তাক্ও নিরন্তর উদ্ভাসিত। সেখানে যারা কালিমা দেখে, তারা ভুল দেখে। তাদের দৃষ্টির স্বচ্ছতা কামনা করি।

আল্লাহ্তায়ালার জ্যোতির এই অন্তহীন পুনঃপ্রকাশ আল্লাহ্ স্বয়ং সেই যামানাতেই শুরু করেছেন যখন দুনিয়া জুলুম ও জাহেলিয়াতের গভীরতম অন্ধকারে ঢাকা পড়েছিল। যখন এক কণা আলোকের জন্য তমসাচ্ছন্ন মানবাত্মার আকুল আর্তিতে সমগ্র আসমান ভরে উঠেছিল। যখন বস্তুকেন্দী বুদ্ধির আলেয়ায় মোহান্ধ

মানব-মন ছুটে ফিরছিল একজন সত্যিকারের আলোর দিশারীর অন্বেষায়। যখন দিকভ্রান্ত পেরেশান মানুষের বোধি এবং বাসনা একজন মর্দে মোমিনের—একজন বুলন্দ খুদীর ইনসানে কামেলের—একজন যীশুর আত্মাধারী রোমান সীজারের—একজন সুপার ম্যানের—একজন পরিত্রান কর্তার প্রতীক্ষায়, কণ্ঠাগত প্রত্যাশায় কাতর হইয়ে উঠেছিল—তখন। তখন তওয়াবুর রহীমের অনন্ত অনুগ্রহে সেই যে ইনসানে কামেল—সেই মহামানবের আবির্ভাব ঘটেছে ধরিত্রীর বুকে। মানুষের নসীব খুলে গেছে। মানুষ সৌভাগ্য লাভ করেছে তারই প্রার্থিত মোহাম্মদ (সঃ)-এর একনায়কত্বের শীতল ছায়াতে অবস্থানের। সেই বহু বাসনার, বহু কামনার, সেই প্রাণপন আকাঙ্খার পরিত্রান কর্তার শুভাগমন ঘটেছে দারিদ্র-লাঞ্ছিত এই পূর্ব দিগন্তের পর্ণ কুটীরেই। 'সভ্যতার দৈববাণীও' তিনি শোনায়ে গেলেন। তাঁরই কণ্ঠে ধ্বনিত হলো তাঁর আগমনের ঐশী বাণী :

"اسمعوا صوت السماء جاء المسيح

جاء المسيح"

"ঐ শোন, মহাকাশের মন্দ্রিত ঘোষণা—আসিয়াছে সেই মসীহা, আসিয়াছে আলমসীহা।" কিন্তু—পরিতাপ সেই মনুষ্য সন্তানের জন্য। মহাকাশের সেই মন্দ্রিত আরাবে উদ্বেলিত হলো না তাদের হৃদয়-তরঙ্গ। অধিকাংশই উপহাস করে সরে গেলো। আর যাঁরা গেলেন না, যাঁদের হৃদয়ে প্রেমের আলোক বান ডেকে গেলো,—তাঁদেরই সঙ্গলাভের দাবীদার একটি দল পুনরায় তাকাব্বরীতে তৎপর হয়ে উঠেছে। লা-শোকর তারা, শুরু করেছে ছিদ্রান্বেষণ। মেতে উঠেছে সেই মহামহিমান্বিত তাদের গায়ে কলঙ্ক আবিষ্কারের গর্হিত প্রয়াসে। কিন্তু ছিদ্রান্বেষীর ভয় আর তার নেই। লায়েম নিজেই এবার লানতে লানতে পর্যুদস্ত হবে। আর অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলবে তাদের আলোকাভিযান। এবারে তার প্রকাশ সেই অবতারের—যার নাম নিষ্কলংঙ্ক। এবারে তাঁর নির্দেশ যারা নির্দ্বিধায় মেনে চলবে, তারাই পরিত্রান পাবে—উদ্ধৃত হবে। যারা তাঁর ফায়ছালার পুনঃ ফায়ছালা করার কদর্য চেষ্টা চালাবে, তারা ব্যর্থকাম হবে। তারা কাটা যাবে। তারা কি একথা জানেনা যে, ফায়ছালা মাত্রই মারুফ? যে ফায়ছালা মারুফ নয়, যা বেঠিক, অন্যায়সংগত (কথাটার প্রচলনই নেই), যা অযথা বা আনজাষ্ট, তা ফায়ছালাই নয়! যাহা ফায়ছালা তাহাই মারুফ। মারুফ না হলে আবার ফায়ছালা কিসের? 'অন্যায়সংগত মীমাংসা'। এমন কথা কেউ শুনেছেন কখনও? মনে রাখা দরকার যে, মারুফ এখানে একটি কোয়ালিফাইং শব্দ। ইহা ফায়ছালার যথার্থতা প্রকাশে সাহায্য করছে মাত্র। সুতরাং মারুফ ফায়ছালা বলতে একথা বোঝার স্কোপই নেই যে, ফায়ছালা 'বেমারুফ'ও হয়। সুন্দর ফুল বললে কি বুঝতে হবে যে, ফুল অসুন্দরও হয়? মহামান্য আদালত বললে কি বুঝতে হবে যে, আদালত মহাঘৃণ্যও হয়? আশ্চর্য!

খলিফা বানাবার ওয়াদা খোদাতায়ালা স্বয়ং করেছেন। খোদাই খলিফা বানান। যার উপলক্ষ্যটাকেই আসল মনে করবেন। তাদের ধারনা হয়ত হবে যে, 'খলীফার ভুল জামাত সংশোধন করবে।' কিন্তু এ ধারনা বিলকুল বাতেল। এতে অংশীবাদিতার গন্ধ বর্তমান। কারণ, খলীফার যদি ভুল হয়ে যায়ও তবে তা খোদাতায়ালাই সংশোধন করবেন। খলীফার সকল কাজের পরিনাম খোদাতায়ালা শুভই করেন—মঙ্গলময় করেন। খোদার বান্দার কোনো হক নাই খোদার খলীফার সিদ্ধান্তের সংশোধন করার। এমন ধারনা ধৃষ্টতার অন্ত্যজ সন্তান, সুতরাং পরিত্যাজ্য। পার্থিব ক্ষেত্রেই যখন দেখা যায় যে, সুপ্রীম কোর্টের সব ফায়ছালাই মারুফ হিসেবে গন্য ও গৃহীত হয়। এই কোর্টের কোনো ফায়ছালাকেই নাকচ করার এখতিয়ার যখন অন্য কোনো আদালতের নেই; তখন রূহানীয়াতের আদালতের প্রধান বিচারপতির ফায়ছালা মারুফ না হলে তাকে সংশোধন করার এখতিয়ারের খাহেশ পোষন শুধু বাতুলতাই নয়, এমন চিন্তা প্রলয়ংকরও। নাফসানিয়তের হীন প্রবর্তনায় গোমরাহীর দ্বারপ্রান্তে উপনীত হলেই বোধ করি এমন চিন্তা সম্ভব। এমন দুর্ভাগ্য থেকে খোদাতায়ালার আশ্রয় প্রার্থনা করি।

খলীফার মোকাম হুকুমদাতার।
আমাদের ফরমাবরদারীর।

খলীফার যথার্থ আনুগত্য ব্যতীত এবাদৎ পূর্ণ হয় না, শিরকমুক্ত হয় না। খলীফার সমালোচনা আদবে—খেলাফতের সম্পূর্ণ খেলাফ। ইহা মানুষকে বিভ্রান্ত করে—মোরতাদ পর্যন্ত করে। খলীফার ঢালের অন্তরাল থেকে সামান্য সরে এলেও শয়তানের শরাঘাতে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। বলা হয়েছে খোদা খলীফার প্রোগ্রামকে কামিয়াব করবেন। এমন কথা তো বলা হয়নি যে, খোদা মুসলমানদের প্রোগ্রাম কামিয়াব করবেন?

সন্দেহ নেই, খলীফা মানুষ। কিন্তু মানুষ থেকেও তিনি অতি—মানুষের—সুপারম্যানের পর্যায়ে উত্তীর্ণ। তিনি খোদার বেটা নন, বরং দাজ্জালিয়াতের ঘোরতর দুশমন। তিনি সত্যের প্রকাশ, মিথ্যার কাতেল। তিনি খোদার অস্তিত্বের ডেমোনষ্ট্রেশন। তার তৌহিদের পতাকাবাহী। খলীফা রুহুল কুদ্দুসের অবতীর্ণস্থল। খোদাতায়ালার কুররতে—ছানিয়া। খোদা-প্রেমের সরল পথ। দীদার-এ-ইলাহীর দরবার। খোদার বান্দা-প্রেমের প্রতিশ্রুতি। তাঁর কল্যাণের ভাণ্ডার। খলীফা রসুলের প্রিয় প্রতিভূ। মসীহার স্থলবর্তী। পাক-পাঞ্জাতনের নয়নমনি। আহ্‌লে বায়েতের জীবন্ত আদর্শ। আল-কোরআনের কুঞ্জি, তার মোজেজা। খলীফা ইমানের আঞ্জাম। মোমিনের সর্বশ্রেষ্ঠ ধন। মানব-সন্তানের খোশ-নসীব। জ্ঞান-হিকমার তোরণ দুয়ার। খলীফা শান্তির সামান। সভ্যতার ত্রানকর্তা মানবতার মুক্তিদূত। খলীফা নূহের কিশতী, সে কিশতীর ছিদ্রান্বেষন যারা করবে, তারা গর্কার প্রবল আঘাতে তলিয়ে যাবে, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। খোদা আমার! এমন বদনসীব যেন কারো না হয়।

"আল্লাহুম্মা সাল্লেআলা মোহাম্মাদেঁও ওয়া আলে মোহাম্মাদিন।"

মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া

(আহ্‌মদীয়া যুব-সংগঠন)

আহ্‌মদীয়া জামাতের সদস্যগণ যাতে বয়সের বিভিন্ন পর্যায়ে নিজেদের তালীম এবং তরবীয়তের প্রশিক্ষণ লাভ করতে পারে সেজন্যে হযরত মোসলেহ মাউদ খলিফাতুল মসীহ সানি (রাঃ) জামাতের সদস্যগণকে বয়সের তারতম্য অনুসারে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেন, যথা :— (১) আনসারুল্লাহ (৪০ বৎসরের উর্ধ পুরুষ) (২) খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া (১৫—৪০ বৎসরের পুরুষ) (৩) আতফালুল আহ্‌মদীয়া (৭—১৫ বৎসরের কিশোর) (৪) লাজনা আমাউল্লাহ (বয়স্ক মহিলা) (৫) নাসেরাতুল আহ্‌মদীয়া (ছোট মেয়েদের সংগঠন)।

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য :

মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া এবং আতফালুল আহ্‌মদীয়ার সদস্যগণ যাতে আসল ইসলামী রঙ্গে তালীম ও তরবীয়ত প্রাপ্ত হয়, তাদের হৃদয়ের মধ্যে যাতে আল্লাহ্‌তায়ালার এবং হযরত খাতামান নাবিঈন মোহাম্মদ মোস্তফা [সাঃ]-এর জন্যে ভালবাসা সৃষ্টি হয় এবং ইসলাম, দেশ ও আল্লাহ্‌তায়ালার সৃষ্ট জীবের সেবা করার আগ্রহ সৃষ্টি হয় সে জন্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোই এই মজলিসদ্বয়ের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

মজলিসের সংগঠন :

মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া বিশ্বব্যাপী ঐ সকল আহ্‌মদীগণকে নিয়ে গঠিত যাঁদের বয়স ১৫ বৎসর থেকে ৪০ বৎসর। ইহা ১৯৩৮ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ঐ বয়স-সীমার মধ্যে প্রত্যেক আহ্‌মদীকে অবশ্যই এই মজলিসের সদস্য হতে হবে এবং মজলিসের নিয়মকানুন মেনে চলা তার জন্যে অপরিহার্য। এই মজলিসের প্রত্যেক সদস্য খাদেম নামে পরিচিত। খাদেম শব্দের বহু বচন হল খোদ্দাম। হযরত মোসলেহ মাউদ (রাঃ) বলেছেন "যুবকদের সংশোধন ছাড়া

জাতি সমূহের সংশোধন হতে পারেনা" সুতরাং একথা অনস্বীকার্য যে আহ্‌মদীয়া জামাতের সামগ্রিক উন্নতি মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার সুষ্ঠু পরিচালনার উপর অনেকাংশে নির্ভর করে।

৭ হতে ১৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত আহ্‌মদী শিশু ও কিশোরদের নিয়ে গঠিত হয়েছে মজলিসে আতফালুল আহ্‌মদীয়া। এই মজলিসের প্রত্যেক সদস্য তিফল নামে পরিচিত। তিফল শব্দের বহু বচন হল আতফাল। উপরোক্ত বয়স-সীমার মধ্যে প্রত্যেক আহমদী শিশুকে অবশ্যই মজলিসে আতফালুল আহ্‌মদীয়ার সদস্যপদ গ্রহণ করতে হবে এবং ঐ মজলিসের নিয়মকানুন তাকে মেনে চলতে হবে। যেহেতু এই মজলিসের সদস্যগণ নিজেরা তাদের সংগঠন পরিচালনা করার যোগ্যতা রাখেনা তাই এই মজলিসকে মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার অধীন করে দেওয়া হয়েছে।

উপরোক্ত দুটি মজলিসের কেন্দ্র রাবওয়াতে অবস্থিত এই মজলিসগুলির প্রধান হলেন 'সদর মজলিস'। তিনি উভয় মজলিসের কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তিনি মজলিসের দস্তুরে এসাসী বা গঠনতন্ত্র অনুযায়ী এবং হযরত খলিফাতুল মসীহ (আইঃ) এর নির্দ্দেশ মোতাবেক মজলিসের কার্য সম্পাদন করেন। রাবওয়াতে এই মজলিসের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণকে নিয়ে গঠিত মজলিসে শোরা (পরামর্শ সভা) দুই বছরের জন্যে সদর মজলিস নির্বাচন করে। খলিফাতুল মসীহ (আইঃ)-এর মঞ্জুরীর পর এই নির্বাচন কার্যকরী হয়।

এই মজলিস দুই ভাবে গঠিত হয়। যেমন :— মজলিসে আমা (সাধারণ মজলিস—সকল খোদ্দামকে নিয়ে গঠিত) এবং মজলিসে আমেলা (কার্যনির্বাহী পরিষদ—সকল কর্মকর্তা-গণকে নিয়ে গঠিত)। এই মজলিসগুলি প্রত্যেকটি আবার বিভিন্ন ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যে বিভিন্ন রূপ নেয় যেমন :—বিশ্ব-জোড়া মজলিস, দেশীয় মজলিস, বিভাগীয় মজলিস জিলা মজলিস, স্থানীয় মজলিস, এবং হালকা মজলিস। প্রত্যেকটি মজলিসই ইহার অধীনস্থ খোদ্দাম ও আতফালকে নিয়ে গঠিত। দেশীয় মজলিসের প্রধানকে 'নায়েব সদর মজলিসে মূলক' অথবা 'নায়েব সদর মজলিস' বিভাগীয় মজলিসের প্রধানকে বিভাগীয় কায়েদ, জিলা মজলিসের প্রধানকে জিলা কায়েদ, স্থানীয় মজলিসের প্রধানকে স্থানীয় কায়েদ বা শুধু কায়েদ এবং হালকা মজলিসের প্রধানকে যয়ীম বলে। সদর মজলিস এবং অন্যান্য শাখা মজলিসের প্রধানগণ তাঁদের নায়েব বা সহকারী মনো-নয়ন করতে পারেন।

মজলিসের কার্যনির্বাহী বিভাগ :

মজলিসের কার্যক্রমকে সুচারু রূপে সম্পন্ন করবার জন্যে বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে :--(১) এতেমাদ (সাধারণ), (২) তালিম (শিক্ষা), (৩) তরবী-য়ত (চরিত্র গঠন), (৪) ইসলাহ ও ইরশাদ (সংশোধন ও প্রচার), (৫) মাল (অর্থ), (৬) খেদমতে খালক্ (সৃষ্টি-সেবা),

(৭) ওয়াকারে আমল (শ্রম), (৮) সেহত ও জিস্‌মানী (স্বাস্থ্য), (৯) সনদ ও তিজারত (শিল্প ও বাণিজ্য), (১০) তাজনীদ (সাংগঠনিক), (১১) তাহ্‌রীকে জাদীদ, (১২) আতফাল (শিশু), (১৩) ইশায়াত (প্রকাশনা), (১৪) মোহাসিব (হিসাব রক্ষক) ইত্যাদি। সাধারণ বিভাগের কর্মকর্তাকে এবং যার উপরে বিশেষ ভাবে কার্য ভার ন্যস্ত থাকে তাকে 'মোতামেদ' বলা হয়। কেন্দ্রের অন্যান্য বিভাগের কর্মকর্তাকে 'মোহতামীম' বলা হয়। দেশীয়, বিভাগীয়, জিলা এবং স্থানীয় মজলিস সমূহের কর্মকর্তাকে 'নাজেম' বলা হয়। হালকার কর্মকর্তাকে 'মোন্তাজেম' এবং কয়েক জন খাদেমের দলপতিকে 'সায়েক' বলে।

নির্বাচন বা মনোনয়নের মাধ্যমে মজলিসের কর্মকর্তাগণের নিযুক্তি হয়ে থাকে। সদর মজলিস, স্থানীয় কায়েদ এবং হালকার যয়ীম নির্বাচনের মাধ্যমে নিযুক্ত হন। কেন্দ্রীয়, দেশীয়, বিভাগীয়, জিলার, স্থানীয় এবং হালকা মজলিসের বাকী কর্মকর্তাগণ মনোনয়নের মাধ্যমে নিযুক্ত হয়ে থাকেন।

মজলিসের বিভিন্ন পদের নির্বাচনের জন্যে রীতিমত চাঁদা আদায়কারী খাদেমগণ ভোটার হওয়ার অধিকারী হন। এই নির্বাচন প্রকাশ্যে হাত উঠিয়ে হয়। কোন ইশারা বা প্রোপাগাণ্ডা করার অধিকার নাই। নির্বাচনী সভার সভাপতির অনুমতি নিয়ে কেবল কোন খাদেম তার মনোনীত ব্যক্তির গুন সমূহ বর্ণণা করতে পারবেন। কেউ নিরপেক্ষ থাকতে পারবে না। প্রত্যেক উপস্থিত ভোটারকেই ভোট প্রদান করতে হবে। নির্বাচন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি, বিভাগীয় কায়েদ, জিলা কায়েদ, স্থানীয় জমাতের আমীর এবং প্রেসিডেন্ট যে কোন একজনের পরিচালনাধীনে হতে হবে। উল্লেখিত ব্যক্তিদের মধ্যে একাধিক ব্যক্তি উপস্থিত থাকলে নির্বাচনের সময় উপরের ধারাবাহিক পদ মর্য্যাদার উপর লক্ষ্য রাখতে হবে। এমন কোন খাদেমের সভাপতিত্বে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারেনা, যার নাম প্রস্তাবিত হওয়ার সম্ভবনা আছে। নির্বাচন বা মনোনয়নের জন্যে ঐ খাদেমের নাম প্রস্তাবিত হতে হবে, যিনি সাধারণতঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন, জামাত এবং মজলিসের চাঁদা সমূহ রীতিমত আদায় করেন, বিশ্বস্ত, সত্যবাদী ও সংগঠণের প্রতি অনুগত এবং যথাসম্ভব ইসলামী কানুনের পাবন্দ (যেমন দাড়ী রাখেন)। আশা করা যাচ্ছে যে, ঐ ব্যক্তি তাহাজ্জদের নামাজ পড়তেও চেষ্টা করেন। নির্বাচিত বা মনোনীত কর্মকর্তার নাম মঞ্জুরীর জন্যে যথা স্থানে পাঠাতে হবে। মঞ্জুরী না আসা পর্যন্ত পুরাতন কর্মকর্তাগণই কাজ চালিয়ে যাবেন।

নোট :—

যেহেতু বর্তমানে 'সদর মজলিসের' সাথে আমাদের সরাসরি যোগাযোগ নেই সেজন্যে দস্তুরে এসাসী বা গঠনতন্ত্র অনুযায়ী 'দেশীয় মজলিস' হিসাবে বর্তমানে কার্য্যাবলী পরিচালিত হচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে দেশীয় মজলিসের প্রধান কর্মকর্তা বিভিন্ন স্থানীয় মজলিসের প্রতিনিধি কর্তৃক ২ বছরের জন্যে নির্বাচিত হয়েছেন।

মজলিসের কার্যাবলী :

নিচে বিভিন্ন বিভাগের কাজের মোটামুটি একটি বিবরণ দেওয়া হ'ল :—

এতেমাদ [সাধারণ বিভাগ] :—

মোতামেদ নিজ মজলিস প্রধানের নির্দ্দেশাবলী অনুসারে অধীনস্থ মজলিস বা খাদেমের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন। দপ্তরের কাজের তদারক করবেন এবং রেকর্ড-পত্র রক্ষা করবেন। স্থানীয় মজলিসের মোতমেদগণ নিজ মজলিসের নাজেম এবং হালকার কর্মকর্তাদের কাছ থেকে মাসিক কাজের রিপোর্ট সংগ্রহ করে নির্ধারিত ফরমে প্রত্যেক পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে কেন্দ্রে রিপোর্ট প্রেরণ করবেন। উহার একটি নকল বিভাগীয় এবং জেলা কায়েদগণকে পাঠাবেন। মোতামেদ নিজ মজলিসের 'মজলিসে আম' এবং 'মজলিসে আমেলার' সভার সিদ্ধান্ত সমূহ লিখে রাখবেন। মজলিসের স্থাবর, অস্থাবর সকল সম্পত্তির হিসাবও মোতামেদগণ রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।

তালীম :—

এই বিভাগ নিজ মজলিসের সদস্যগণের মধ্যে ইসলামী শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার প্রসার করার চেষ্টা করবে। লাইব্রেরী সমূহ স্থাপনের চেষ্টা করবে। মাঝে মাঝে তালিমী পরীক্ষার বন্দোবস্ত করবে।

তরবীয়ত :—

এই বিভাগ মজলিসের সদস্যগণের মধ্যে উন্নত চরিত্র গঠনের জন্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। কোন সদস্যের চরিত্রে দোষনীয় কিছু থাকলে তা দুর করার জন্যে সঠিক পন্থা অবলম্বন করবে। তালীম বিভাগের সহায়তায় মাঝে মাঝে তালীম-তরবীয়তি ক্লাশের বন্দোবস্ত করবে।

ইসলাহ ও ইরশাদ :—

এই বিভাগ মজলিসের সদস্যগণের মধ্যে তবলীগের প্রেরণা সৃষ্টি করার চেষ্টা করবে। মাঝে মাঝে তবলীগের বিশেষ কার্য সূচী গ্রহণ করবে।

মাল [অর্থ] :—

মজলিসের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্যে এই বিভাগ প্রচেষ্টা চালাবে এবং মজলিসের আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখবে। খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার বৎসর ১লা নভেম্বর থেকে ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত। নাজেম মাল প্রত্যেক খাদেম এবং তিফল থেকে বাজেট ফরম পূর্ণ করিয়ে নেবে এবং নির্ধারিত বাজেট ফরমে বাজেট তৈরী করে বৎসরারম্ভে কেন্দ্রে পাঠাবে। প্রত্যেক মাসের ২০ তারিখের মধ্যে চাঁদা আদায় করে কেন্দ্রে পাঠাবে।

খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া এবং আতফালুল আহ্‌মদীয়ার লাজেমী চাঁদার হার নিম্নরূপ :—

১। খোদ্দাম :

(ক) ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র.....০'১৫ টাকা মাসিক
(খ) ৮ম শ্রেণীর উপরের ছাত্র.....০'৩০ টাকা মাসিক
(গ) উপার্জনশীল খাদেম..... ....মাসিক আয়ের প্রতি টাকায় ১ পয়সা। কিন্তু কোন অবস্থাতে মাসে ০'৩০ টাকার কম হবে না।

২। আতফাল :

(ক) ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র .....০'০৫ টাকা মাসিক
(খ) ৭ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র.....০'১০ ,, ,,
(গ) ৭ম শ্রেণীর উপরের ছাত্র.....০'১৫ ,, ,,

৩। বাৎসরীক ইজতেমার চাঁদা :—

উপার্জনশীল খাদেম এই খাতে বছরে এক মাসের চাঁদা দিবে। প্রত্যেক খাদেম কম পক্ষে বছরে অবশ্যই ১'০০ টাকা এবং প্রত্যেক তিফল কম পক্ষে অবশ্যই ০'৫০ টাকা চাঁদা দিবে। ইজতেমার চাঁদার সম্পূর্ণ অংশ এবং খোদ্দাম ও আতফালের মাসিক চাঁদার শতকরা ৭৮ ভাগ কেন্দ্রে পাঠান প্রয়োজন।

খেদমতে খালক :—

এই বিভাগ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল প্রকার বিপদগ্রস্তদের ও অভাবগ্রস্তদের উৎকৃষ্ট খেদমতের ব্যবস্থা করবে। বেকার সমস্যা ও ভিক্ষাবৃত্তি দূর করার চেষ্টা করবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় মানবতার সেবা করবে।

ওয়াকারে আমল :—

সাধারণ ভাবে মজলিসের সদস্যগণের মধ্যে কায়িক পরিশ্রমের অভ্যাস এবং নিজ হাতে

সনদ ও তিজারত :—

মজলিসের সদস্যগণের মধ্যে শিল্প ও ব্যবসার প্রতি আকর্ষন সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালাবে এবং প্রত্যেক সদস্যকে কমপক্ষে একটা হাতের কাজ বা অন্য কোন শিল্পকার্য শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করবে।

কাজ করার অভ্যাস সৃষ্টি করার বন্দোবস্ত করবে। মাঝে মাঝে সম্মিলিত ভাবে কাজ করার কার্য্যসূচী গ্রহণ করবে।

সেহত ও জেসমানী :—

মজলিসের সদস্যগণের সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্যে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় উপদেশাবলী প্রচারের বন্দোবস্ত করবে। বিভিন্ন প্রকার খেলাধুলা এবং ব্যয়ামের বন্দোবস্ত করবে।

তাজনীদ :—

এই বিভাগ নির্ধারিত সময়ে মজলিসের সদস্যগণের এবং কর্মকর্তাদের বিবরণাদি সংগ্রহ করবে এবং রেজিষ্টারে রেকর্ড করবে। স্থানীয় মজলিসের নাজেম উহার নকল বৎসরান্তে কেন্দ্রে পাঠাবে। কোন খাদেম আনসার হল বা কোন তিফল খাদেম হল তার রিপোর্টও যথাসময়ে কেন্দ্রে পাঠান এই বিভাগের দায়িত্ব।

তাহরীকে জাদীদ :—

তাহরীকে জাদীদের ওয়াদা নেওয়ার ব্যপারে জামাতের সঙ্গে এই বিভাগ সহযোগীতা করবে। সদস্যগণ যাতে তাহরীকে-জাদীদে সামেল হয়, সাদাসীদা জীবন যাপন করে, জিন্দেগী ওয়াকফ করতে উদ্বুদ্ধ হয় সেজন্যে এই বিভাগ প্রচেষ্টা চালাবে।

আতফাল :—

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই বিভাগ নিজেই একটি মজলিস। খোদ্দামের মত আতফালুল আহ্‌মদীয়ার সদস্যগণের সামগ্রিক উন্নতির জন্যে এই বিভাগ চেষ্টা চালাবে। প্রবীণ খাদেম বা আনসার থেকে প্রত্যেক মজলিস তিফলদের শিক্ষার জন্যে একজন 'মুরুব্বী' নিযুক্ত করবে। আতফালের মধ্যে মজলিসের চাঁদা ও ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা দানের প্রেরণা সৃষ্টির জন্যে এই বিভাগ চেষ্টা চালাবে। প্রয়োজন বোধে মঞ্জুরী নিয়ে এই বিভাগের নাজেম কয়েকজন কর্মকর্তা নিয়োগ করতে পারবেন। তাদেরকে 'মোস্তাজেম' বলা হবে। খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার বিভিন্ন বিভাগের মত আতফালুল আহ্‌মদীয়ার কাজও বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

ইশায়াত :—

মজলিস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রচার, মজলিসের কার্যবিবরনী প্রচার এবং বিভিন্ন পুস্তক পুস্তিকা এবং পত্র-পত্রাদি প্রকাশ এই বিভাগের কার্যের অন্তর্গত।

মোহাসেব :—

কেন্দ্রীয় ও অধীনস্থ মজলিসের হিসাব পরীক্ষা করবে। সঠিকভাবে হিসাব রাখারও বন্দোবস্ত করা তার কাজ।

বিভাগীয় কায়েদ, জিলা কায়েদ অধীনস্থ মজলিসগুলিতে উপরোক্ত কাজগুলি সঠিকভাবে চলে কিনা সে দিকে দৃষ্টি রাখবেন এবং মাঝে মাঝে মজলিস সমূহ পরিদর্শন করবেন। তাঁরা প্রত্যেক মাসে কেন্দ্রে তাঁদের কাজের রিপোর্ট পাঠাবেন।

মজলিস প্রতিষ্ঠাতার মুখ নিসৃত বাণী আগেই উল্লেখ করেছি—"যুবকদের সংশোধন ব্যতিরেকে জাতি সমূহের সংশোধন সম্ভব নয়।" বর্তমানে যুব-সমাজের নৈতিক অধঃপতন দেখলে গা শিউরে উঠে। যুবকদের সংশোধনের আশু প্রয়োজন। নচেৎ আহ্‌মদী যুব-সমাজের জন্যেও বিপদ রয়েছে। এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্যে মজলিসের কার্যক্রমকে সামগ্রিক ভাবে সফল করে

তুলতে হবে। এজন্যে চাই সকল খোদ্দাম ও আতফালের ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং প্রচেষ্টা। এদেশের স্থানীয় মজলিসগুলিকে হতে হবে আরও সক্রিয়। যদিও কিছু সংখ্যক মজলিসের প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসানীয়। তবও অধিকাংশ মজলিসই এসম্বন্ধে গাফেল। শরীরের সকল রক্ত এক জায়গায় জড় হলে যেমন তাকে স্বাস্থ্য বলা যায় না তেমন কয়েকটি মজলিস কাজ করলে বাংলাদেশের আহ্‌মদী যুব-সমাজ তথা সমগ্র যুব-সমাজের সংশোধন সম্ভব নয়। তাই আসুন আমরা সকলে সমবেত হয়ে পরম করুনাময় আল্লাহ্‌-তায়ালার নিকট প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদিগকে মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য উপলব্ধি করার এবং সামগ্রিক ভাবে তার উপর আমল করার তৌফিক দান করেন এবং হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর নিম্নলিখিত দোয়ার অংশীদার হওয়ার সৌভাগ্য দান করেন। (আমিন)।

"আল্লাহতায়ালা তোমাদের হাফিজ এবং নাসির হউন। কেয়ামত পর্যন্ত তোমরা এবং তোমাদের সন্তান সন্ততি ধর্মের সেবক হউক, খোদা তোমাদিগকে ভালবাসুন তোমরাও খোদাতায়ালাকে ভালবাস। তোমাদের শত্রু তোমাদের উপর বিজয়ী না হউক বরং তোমরা খোদার সাহায্য এবং তাঁহার কৃপায় পবিত্রতা এবং তাকওয়ার মাধ্যমে তাহাদের উপর বিজয়ী হও। শত্রুতা এবং বিবাদের মাধ্যমে নহে বরং পবিত্রতা এবং তাকওয়ার মাধ্যমে, যেন ইসলাম তোমাদের উন্নতি হইতে উপকৃত হইতে পারে এবং তোমাদের উন্নতিতে কাহারও ক্ষতি সাধিত না হয়"

খাকসার—

মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

মোতামেদ

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া

"প্রত্যেক আহমদী নওজোয়ানের স্মরণ রাখা উচিৎ যে, খোদতায়ালা তাহাকে আহমদীয়ত-রূপ সৌধের ইট রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন"। —হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)।

আজিকার ধর্মহারা অশান্ত পৃথিবীকে পুনরায় শান্তিময় ধর্মের পথে আহ্বানকারী ইমাম মাহদী—হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর,তাঁর পবিত্রাত্মা খলিফাগণের ও তাঁর পূণ্যাত্মা অনুসারীগণের লেখা পাঠ করুন ঃ—

The Introduction to the Commentary of the Holy Qur'an		Tk.	8.00
The Philosophy of the Teachings of Islam	Hazrat Ahmed (P.)	,,	2.00
Jesus in India	,,	,,	2.50
Ahmadyyat—The True Islam	Hazrat Mosleh Maood (R)	,,	8.00
Invitation to Ahmadiyyat	,,	,,	8.00
The New World Order	,,	,,	3.00
The Economic Structure of Islamic Society	,,	,,	2.50
Islam and Communism	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	,,	0.62
The Preaching of Islam	Mirza Mubarak Ahmed	,,	0.50
কিশতিয়ে নূহ	হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ (আঃ)	টাকা	১.২৫
শান্তির বার্তা	,,	,,	১.০০
ধর্মের নামে রক্তপাত	মির্যা তাহের আহ্মদ	,,	২.০০
আল্লাহ্তায়ালার অস্তিত্ব	মৌলভী মোহাম্মদ	,,	১.০০
ইসলামেই নবুয়াত	,,	,,	০.৫০
ওফাতে ঈশা	,,	,,	০.৫০

ইহা ছাড়া ঃ—

বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদের উপরে লিখিত নানাবিধ পুস্তক ও গ্রন্থসমূহ এবং বিনামূল্যে দেওয়ার মত অসংখ্য পুস্তক পুস্তিকা ও প্রচার পত্র। ১৷৷০ দেড় টাকার ডাক টিকেট পাঠাইলে পুস্তক পাঠান যাইবে।

প্রাপ্তিস্থান ঃ

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্মদীয়া

৪ নং বকসী বাজার রোড, ঢাকা—১

Published & Printed by Md. F. K. Mollah at Ahmadiyya Art Press,
for the Proprietors, Bangladesh Anjuman-e-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
Editor : *A. H. Muhammad Ali Anwar.*